ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন
বাইরে বেরহলে অবশ্যই
মাক্স ব্যাবহার করুন।
ভালো থাকুন, ভালো রাখুন

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

দেখুন আর
সাবস্ক্রাইব করুন
আমাদের
ইউ টিউব
চ্যানেল
ALIPUR BARTA

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা,১৯ বৈশাখ – ২৬ বৈশাখ, ১৪২৭ ঃ ০২ মে – ০৮ মে, ২০২০
Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 27, 02 May - 08 May, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: একদিকে রাজ্যপালের পত্রাঘাত অন্যদিকে কেন্দ্রীয় দলের

কোভিড প্রশ্নপত্র। দুয়ের আঘাতে রাজনৈতিক ও মহামারি দুই ক্ষেত্রেই নাজেহাল পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব দুজনকেই সংযত হওয়ার পরামর্শ বিরোধীদের।

রবিবার : স্বাস্থ্য দফতরের উপর আর ভরসা না রেখে হাওড়া ও কলকাতার কোভিড হাসপাতালগুলির প্রশাসনিক দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল

অফিসারদের হাতে। তারাই এই সব হাসপাতালের খুঁটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সোমবার : সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিসের সহ অধিকর্তার মৃত্যু হল রাজ্যে। এই প্রথম রাজ্যে করোনায় কোনও চিকিৎসকের মৃত্যু হল।

শোক জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার : এবার থেকে করোনায় আক্রান্ত হলে বা সংক্রমিত হবার আশঙ্কা থাকলে

বাড়িতে বসেই চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণের কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘোষণায় রাজ্যের চিকিৎসা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করেছে।

বুধবার : করোনায় যারা সামনে থেকে লড়াই করছেন তাদের আক্রান্ত হওয়ার তালিকায় এবার যুক্ত হল হাওড়ার টিকিয়াপাড়া।

কনটেনমেন্ট জোনে লকডাউন ভাঙা মানুষকে সরাতে গিয়ে আক্রান্ত হল পুলিশ।

বৃহস্পতিবার : দ্বিতীয় দফার লকডাউন শেষ হতে আর বাকি পাঁচ দিন। এবার বিভিন্ন কারণে ভিন রাজ্যে আটকে থাকা শ্রমিক, পড়ুয়া, তীর্থযাত্রী, পর্যটক ও

রোগীদের নিজের রাজ্যে ফেরার অনুমতি দিল কেন্দ্র। তবে দায় নিতে হবে রাজ্যকে।

শুক্রবার : কোরোনা আতঙ্কে ঘরবন্দী মানুষের অনুপস্থিতিতে চলে যাচ্ছেন একের পর এক কিংবদন্তীরা। সেই তালিকাকে দীর্ঘ

করে ভারত ও বাঙালার প্রিয় ফুটবল তারকা চুনী গোস্বামী চলে গেলেন সবার অলক্ষ্যে। শূন্যতা দীর্ঘ হল মোহনবাগানেও।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

করোনা সাফল্য ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কথায় বলে 'রাখে হরি মারে কে/মারে হরি রাখে কে'। অর্থাৎ জীবন মরণ সবই বিধাতার হাতে। গীতার একটি শ্লোকে বলা হয়েছে– 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুনৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।' মানে হল, মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া–প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'– এইরকম অভিমান করে। আসলে মোটেই তা নয়। আর একটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– 'এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বানীত্যু পরাধয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভব প্রলয়স্তথা।।' মানে হল– আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড়ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ। অতএব বোঝাই যাচ্ছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভগবান পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে এই জগতে জীবনযুদ্ধের কোনও কর্মই মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সবটাই সৃষ্টি ও প্রলয়কর্তার পরিকল্পনামাফিক চলে। কোন সময়ে কিভাবে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হবে তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

বর্তমান বিশ্ব এই দুটি শ্লোকের জ্বলন্ত উদাহরণ। মাস দুয়েক আগেও যে পৃথিবী ছিল স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, মানুষের কৃতিত্ব আর অহংকারে পরিপূর্ণ সেই পৃথিবীতে সহসা থমকে গিয়েছে মানবসভ্যতা, মরণভয়ে কাঁপছে ক্ষমতাশালী বলে মনে করা মানুষ। এ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে সময় ও পরিস্থিতি কোনওটাই মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই যে চিন মাস তিনেক আগেও ছিল বিশ্ব বাণিজ্যের গন্তব্য, বিশ্ব অর্থনীতির স্তম্ভ সেই চিন আজ পৃথিবীর চক্ষুশূল। চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিং পিং বা চিনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা নিজেদের পৃথিবীর নিয়ন্তা মনে করলেও তারা কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ে সকলের বিরাগ ভাজন হয়ে উঠলেন। পাশাপাশি সময়ের কালচক্রে পিছিয়ে থাকা দেশ বলে পরিচিত ভারত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলোকে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিশ্বের ক্ষমতাশালী বলে পরিচিত চিনের স্বাস্থ্য সরঞ্জাম দেশে দেশে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে আর বিশ্বের তাবড় দেশগুলোকে ওষুধ পাঠাতে হচ্ছে ভারতকে। খাদ্য পাঠিয়ে বাঁচাতে হচ্ছে প্রতিবেশি রাষ্ট্রকে। কোন যাদুমন্ত্র বলে হঠাৎ এগিয়ে থাকা চিন সকলের অপ্রিয় হয়ে উঠল আর পিছিয়ে থাকা ভারতের গুনগানে মুখর হয়ে উঠল বিশ্ব তা মানুষের বিচার বুদ্ধির বাইরে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে কোনও এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ থেকে

সংবাদ মাধ্যম সকলেই বলতে শুরু করেছেন অতি শীঘ্র বিশ্ব উৎপাদনের হাব হিসাবে চিনের বিকল্প হয়ে উঠতে চলেছে ভারত। কারণ চিনে কারখানা গড়ে তোলা আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের দেশগুলি ইতিমধ্যে 'গদ্দার' চিন থেকে ব্যবসা উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। অন্ততঃ ১০০০টি নামী কোম্পানি চিন থেকে তাদের শিল্প কারখানা সরাবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স, মেডিকেল ডিভাইস, টেক্সটাইল, সিন্থেটিক–ফ্যাব্রিক ইত্যাদি। জাপান ইতিমধ্যে চিন থেকে উৎপাদন সরাতে কোম্পানিগুলিকে ২২০ বিলিয়ন ইয়েন (২ বিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ করেছে। এর একটাই কারণ, চিনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে লিপ্ত সমস্ত দেশ কোভিড–১৯ মহামারির বড় শিকার। জি–৭ গোষ্ঠীর পরামর্শ উপেক্ষা করে কয়েক মাস আগে চিনের 'ষড়যন্ত্র' প্রকল্প বলে পরিচিত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড'–এর ব্যবসায় সামিল হয়েছিল ইতালি। তারাও ছাড় পায়নি। হারিয়েছে অগণিত ইতালিবাসীর প্রাণ। যে রাশিয়া কয়েকদিন আগেও ব্যবসার স্বার্থে চিনের পাশে দাঁড়িয়েছে সেখানেও সম্প্রতি মড়ক লাগতে শুরু করেছে। ইউরোপ আমেরিকায় চাউর হয়ে গিয়েছে, অভিশপ্ত চিনের সংস্পর্শ মানেই মৃত্যুর হাতছানি। সকলেই মনে করছে ইচ্ছা করে চিন সংক্রমণের খবর গোপন করে বিশ্বকে মহামারির দিকে ঠেলে দিয়েছে। সকলে মিলে তাই চিনের গবেষণাগার পরীক্ষা ও তদন্তের দাবি তুলেছে। সেই দাবি নাকচ করে চিন বন্ধু দেশগুলোর সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি নিজের দেশের বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্র প্রকাশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে চিন।

বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বিশ্বের সন্দেহের তালিকায় ঢুকে যাওয়া চিন থেকে সরে আসা বহু কোম্পানির স্বাভাবিক গন্তব্য হতে চলেছে ভারত সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি। বিশেষজ্ঞদের মতে এর ফলে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে কর্মসংস্থানের হাহাকার নির্মূল হয়ে যেতে পারে। আমূল বদলে যেতে পারে ভারতের অর্থনীতি। ডলার, পাউন্ড, ইউরোকে টেক্কা দিতে পারে রূপী। খবরে প্রকাশ, ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে ভারতের। তাদের প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা চলছে। দেশের বাণিজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে নিয়মিত আলাপ আলোচনা করছেন মন্ত্রীরা। যদিও এই প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি ছোটখাট দেশ। এই তালিকায় বিশেষ করে যার নাম উল্লেখযোগ্য সে হল ভিয়েতনাম। এই দেশ ইতিমধ্যেই ডলারের সঙ্গে নিজেদের কারেন্সির ব্যবধান অনেকটাই স্থিতি করে লগ্নীবান্ধব বলে ইমেজ গড়ে তুলেছে। এদেরকে পিছনে ফেলেই ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে সুযোগ পাওয়া আর সুযোগ গ্রহণ করার মধ্যে ফারাক অনেক। বিশ্ব উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে কতটা প্রস্তুত ভারত তা নিজেদেরই বিচার করতে হবে। এই সুযোগ গ্রহণ করতে কোথায় কোথায় পরিবর্তন দরকার এবং কত দ্রুত সেই পরিবর্তন করা সম্ভব তাও খতিয়ে দেখতে হবে দলমত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলকে একসাথে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সুযোগ কাজে লাগাতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতকে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে হবে।

প্রথম : করোনা সাফল্য– উৎপাদন ও বাণিজ্যের দুনিয়ায় চিনের বিকল্প হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত এটাই। করোনা সংক্রমণ রুখতে হবে যে কোনও মূল্যে। ইতিমধ্যে কোভিড–১৯ ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে ভারতের পদক্ষেপ বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এখন একে ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ। ভারতের জনগণকে বুঝতে হবে করোনা সাফল্যের পিছনে অপেক্ষা করছে নিজেদের সমৃদ্ধির উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

দ্বিতীয় : বলিষ্ঠ নেতৃত্ব– এখানেও ভারত অন্যদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় বার বার প্রমাণ হয়েছে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এরপর তিনের পাতায়

অ–কোভিড রোগীরা চরম সংকটে

প্রয়োজনে পাশে কে, জানতে চায় মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাড়ার ডাক্তাররা ঝাঁপ ফেলেছেন। বন্ধ রয়েছে হাসপাতালের আউটডোর। সরকারি হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে গেলেই হয় বলা হচ্ছে সিট নেই। নয়তো বলছে, বন্ড দিয়ে ভর্তি করতে হবে রোগীকে। কারণ হাসপাতালে করোনা রোগী রয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালে চলেছে নানা বায়নাক্কা। পয়সাকড়ি না থাকলে সেখানে ভর্তি হওয়া মুশকিল। এমনকি করোনার জুজু দেখিয়ে হেলথ স্কিমের রোগীও নিতে চাইছে না তারা। এই অবস্থায় অ–কোভিড রোগীরা পড়েছেন চরম সংকটে। বিপদে পড়লে পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।

সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে নড়ে চড়ে বসেছে রাজ্য সরকার। মুখ্য সচিব গত ২৫ এপ্রিল শুক্রবার সভা করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কোনও রোগী ফেরানো চলবে না। বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যথা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যসচিব। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও হটস্পট বাদ দিয়ে অন্যান্য জায়গায় স্থানীয় ডাক্তারদের চেম্বার খেলায় ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাতদিন কেটে গেলেও অবস্থার তেমন কোনও বদল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে মানুষ

জানতে চাইছে সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও সরকারি–বেসরকারি হাসপাতালে হয়রান হলে চটজলদি কার কাছে জানালে সমস্যা মিটবে। তেমন কোনও হেল্প লাইন নম্বরের হদিশ এখনও দিতে পারেনি রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। ফলে সরকারি নির্দেশ জারি হলেও অ–কোভিড রোগীরা পড়ে রয়েছেন সেই তিমিরেই।

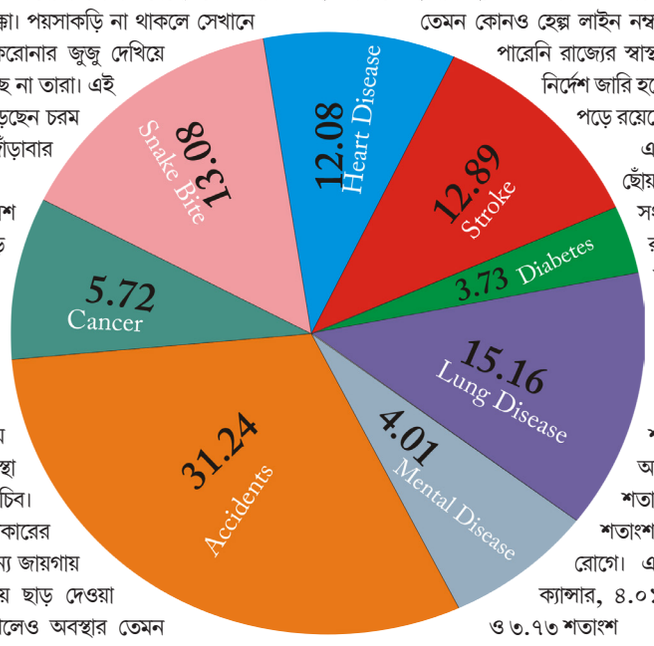

এক সমীক্ষা বলছে ছোঁয়াচে নয় এমন রোগের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রাজ্যের ৩১.২৪ শতাংশ মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হন। ফুসফুসের অসুখে ভোগেন ১৫.১৬ শতাংশ বঙ্গবাসী। সাপে কাটে রাজ্যের ১৩.০৮ শতাংশ মানুষকে। স্ট্রোকে আক্রান্ত হন ১২.৮৯ শতাংশ রাজ্যবাসী। ১২.০৮ শতাংশ মানুষ ভোগেন হার্টের রোগে। এছাড়াও ৫.৭২ শতাংশ ক্যান্সার, ৪.০১ শতাংশ মানসিক রোগ ও ৩.৭৩ শতাংশ

এরপর তিনের পাতায়

রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত কাকদ্বীপের প্রতাপাদিত্যনগর

'ই–গ্রাম স্বরাজ' কি ঘুঘুর বাসা ভাঙতে পারবে?

শক্তি ধর : তখন এ রাজ্যে ঘোর বামফ্রন্টের শাসন। কেন্দ্রে কংগ্রেসী জমানা। হঠাৎ কোঅর্ডিনেশন কমিটির জেলা দফতরে ভীষণ কর্মব্যস্ততা। তাবড় নেতাদের ব্লকে ব্লকে পাঠানো হচ্ছে পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র পরীক্ষা করার জন্য। কেন? কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল এ রাজ্যের পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ও বরাদ্দের খুঁটিনাটি নজরদারির জন্য কেন্দ্রীয় দল আসছে। জেলার এক শীর্ষস্তরের নেতা বললেন, আসলে পঞ্চায়েত গুলো এ রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করলেও প্রশিক্ষণের অভাবে হিসাবপত্র ঠিকভাবে রাখতে পারে না। এক প্রকল্পের বরাদ্দ আর এক প্রকল্পের ঘাড়ে চলে যায়। তাই রাজ্যের ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয় আগে ভাগে সেসব ঠিক করে রাখতে নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আবার অন্যদিকে হিসাবের এই সব গড়মিল আঁচ করে খবরের কাগজের তৎকালীন সম্পাদকরা জেলা সাংবাদিকদের পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ও হিসাবপত্রে নজর রাখার কথা বলতেন। ভিতরের সোর্স তৈরি করে পঞ্চায়েতের এইসব খবর পরিবেশনকেই প্রকৃত সংবাদ বলে মনে করতেন তাঁরা। পঞ্চায়েতের দুর্নীতির খবর না করতে পারলে সম্পাদকের মুখঝামটাও খেতে হয়েছে অনেক। বলতে দ্বিধা নেই যে তখন পঞ্চায়েতের অন্দরমহলই ছিল 'হিট' খবরের খনি।

এতসবের পরেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এ রাজ্য সফরে এসে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে মডেল পঞ্চায়েত বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। যাকে বহুদিন বামফ্রন্ট তাদের সাফল্যের বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা টেঁকেনি। বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে চলে যাবার সময় বোঝা গেল গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। অনেকটাই খেয়ে গিয়েছে প্রশাসনের অন্দরে বাসা বাঁধা বাস্তু ঘুঘুতে। আসলে পরে বোঝা গিয়েছে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে বামফ্রন্ট বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হিসাবে ঝকঝকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সামনে খাড়া করে রাখলেও আসল বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে ভাগ বাঁটোয়ারার। বড়, মেজ, সেজ নেতা থেকে ঠিকাদার ক্রমে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন। কিন্তু খাতায় কলমে এমনভাবে সব ঠিকঠাক রেখেছেন বাম বুদ্ধিমান নেতারা

এরপর তিনের পাতায়

বজবজে প্যাকেটবন্দী শবদেহ, শ্মশান কর্মীদের মনে আতঙ্ক

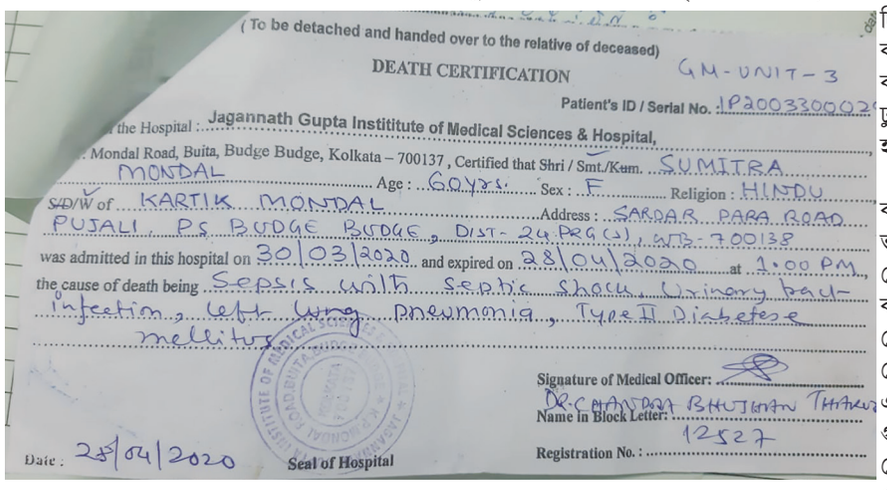

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত বজবজ পুরসভা পরিচালিত বজবজ শ্মশানে সম্প্রতি কয়েকটি প্যাকেটবন্দী শবদেহ আসে। যদিও কোনও শবদেহেরই ডেথ সার্টিফিকেটে কোভিট–১৯ পজিটিভ নেই। শ্মশানের কর্মচারীরা শবদেহ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাদের প্রশ্ন যদি স্বাভাবিক রোগের কারণে কিংবা অন্য কারণে মৃত্যু হয়, তাহলে শবদেহ এভাবে প্যাকেট বন্দী করে আনা হচ্ছে কেন? শ্মশানের এক কর্মচারী বলেন, বজবজের জিমস হসপিটল থেকে কয়েকটি মৃতদেহ এভাবে এসেছে। যেমন সুমিত্রা (৬০) পাল, পূজালী সরদার পাড়া রোডের বাসিন্দা, গত ৩০ মার্চ তারিখে জিমস হসপিটালে ভর্তি হন। গত ২৮ এপ্রিল তারিখে মারা যান। তবে মৃত্যুর কারণ কোভিড–১৯ নয়, ডেথ সার্টিফিকেট উল্লেখ আছে। অথচ তার বডি প্যাকিং করে শ্মশানে আনা হয়। শ্মশানের এক পুরোহিত (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান, আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। এভাবে মৃতদেহ আনা হচ্ছে কেন? পরিষ্কার করে কেউ কিছু জানাচ্ছেন না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালে, তারা বলছেন, এসব নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্যাকিং বডি চুল্লির ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

(To be detached and handed over to the relative of deceased)
DEATH CERTIFICATION
GM-UNIT-3
Patient's ID / Serial No. IP2003300020
...the Hospital : Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences & Hospital,
... Mondal Road, Buita, Budge Budge, Kolkata – 700137, Certified that Shri / Smt./Kum. SUMITRA MONDAL Age : 60yrs. Sex : F Religion : HINDU
S/D/W of KARTIK MONDAL Address : SARDAR PARA ROAD PUJALI, P.S BUDGE BUDGE, DIST- 24 PRG(S), WB- 700138
was admitted in this hospital on 30/03/2020 and expired on 28/04/2020 at 1.00 PM
the cause of death being Sepsis with septic shock, Urinary tract infection, Left lung pneumonia, Type II Diabetes mellitus
Signature of Medical Officer:
Name in Block Letter: DR. CHANDRA BHUSHAN THAKUR
Registration No. : 12527
Date : 28/04/2020
Seal of Hospital

এই প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, আতঙ্কের কোনও কারণ নেই, অহেতুক এসব নিয়ে কেউ গুজব ছড়াবেন না। ডেথ সার্টিফিকেটে কোভিট–১৯ বলে কোথাও উল্লেখ নেই। এটা ডাক্তারবাবুরা দেখছেন। গৌতম বাবু আরও বলেন, এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা গাইড লাইন দিয়েছে, যেখানে উল্লেখ আছে, কোভিড–১৯ পজিটিভে মৃতদেহ সংকারের ক্ষেত্রে কোনও সংক্রমণের আশঙ্কা নেই। তাছাড়া, বর্তমানে অনেক মৃতদেহকে অনেক হসপিটাল বা বাড়ির লোকেরা প্যাকিং করে নিয়েও আসছেন, এই নিয়ে অহেতুক আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।

লক ডাউনের জেরে বিপাকে অটোচালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধিরা : নোভেল করোনা (কোভিট–১৯) ভাইরাসের মোকাবিলায় একরকম অনির্দিষ্ট কালের লকডাউন করে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা উপর্যুপরি বিপাকে পড়েছে। লকডাউনে রাস্তা থেকে হাজার হাজার অটো চালক এখন কার্যত বেকার। একরকম ঘনঘটা অবস্থায় রয়েছে। কিভাবে সংসার চলবে? ছেলেমেয়ের পড়াশুনার মাসিক টিউশন ফিজ কোথা থেকে আসবে। তা নিয়ে রাতের ঘুম ছুটেছে। বুঝে উঠতে পারছি না। লকডাউনে রোজগার বন্ধে সমস্যা চিন্তাতীত।

উত্তর কলকাতার আহিরিটোলা গাট থেকে বিডন স্ট্রিট রুটে চলে কমবেশি ৭০টি অটো। এই আহিরিটোলা থেকে মালিকতলা পর্যন্ত চলে কমবেশি ৭০টি। দক্ষিণে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে আলিপুর

উধাও কলকাতার সমস্ত রুটের অটো। পথে না বেরোতে পেরে রোজগার সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ। ফলে অটো চালকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া থেকে চওড়া হচ্ছে। কলকাতায় সর্বমোট স্বীকৃত ১২৫টি রুটে ৩৫ হাজারেরও অধিক অটো নিত্য কলকাতা চলে। অথচ এই

প্রতিদিন রোজগার হতো ৩০০–৪০০ টাকা। লকডাউনে রোজগার বন্ধে এপ্রিল মাসে আয় শূন্য। মাসে আয় হতো ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা। বেহালার সজল ঘোষের বক্তব্য, আমাদের অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর রকম। কবে লকডাউন উঠবে, তা–ও জানা নেই, কিভাবে সংসার চলবে তা–ও

জজ কোট রুটে প্রতিদিন কমবেশি ১০৫টি অটো চলে। শিয়ালদহ বিআর সিং হাসপাতাল থেকে ধাপা মাঠপুকুর রুটে ২৫০টি অটো প্রতিদিন যাতায়াত করে। টালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বেহালা ট্রাম ডিপো পর্যন্ত নিত্য ৯০টি অটো চলে। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থানা

এরপর চারের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ০২ মে – ০৮ মে, ২০২০

হার–জিত

করোনা যুদ্ধে তৃতীয় দফায় শুরু হল আরও ১৪ দিনের লড়াই। এটাই শেষ যুদ্ধ কিনা তা বলা না গেলেও গত দু'দফার ৪০ দিনের মরণপণ সংগ্রামে এখনও পাল্লা ভারী করোনারই। তবু হার–জিত–এর বিচারে অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে ভারতই। ইউরোপ আমেরিকার মত বিশ্বের প্রথম সারির দেশে যখন মৃত্যু মিছিল ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে তখন ভারতের সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। প্রাচীন ও বিচিত্র সংস্কৃতির এই দেশে সনাতন ভারতবাসী কতটা সহনশীল তার প্রমাণ দিল এই যুদ্ধ। আজও এখানে নিয়ম ভাঙার লোকের চেয়ে নিয়ম মানা মানুষের সংখ্যা বেশি। অভিযোজন বিজ্ঞানের 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' সূত্র অনুযায়ী এই যুদ্ধে ভারতবাসীর জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যারা ভারতবাসী হয়েও এই যুদ্ধজয়ের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে চায় তাদের স্থান হবে বিশ্বাসঘাতকের তালিকায়।

মনে রাখতে হবে এ যুদ্ধ নিছক ভাইরাসের বিরুদ্ধে নয়, যারা বিশ্ব জুড়ে এই মারণ দামামা বাজাল তাদের বিরুদ্ধে। যে জীবাণু যুদ্ধ এতদিন আমাদের কল্পনার রসদ ছিল তা সত্যি সত্যি আজ আমাদের সামনে মুখোমুখি। আমরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করবো না তাকে পরাস্ত করব সেই দিকেই তাকিয়ে আছে ষড়যন্ত্রকারীর দল। মানব সভ্যতার সব মধুটুকু নিঙড়ে নেওয়ার বাসনায় যারা এই যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছে তাদের হারানোটাই এখন একমাত্রা লক্ষ্য। এ যুদ্ধে হারা মারে মানসিক পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার সামিল।

কালচক্রে মানুষের লোভই মানব সভ্যতার নানা প্রজন্মের সামনে হাজির করেছে নানা যুদ্ধ। আমরা দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখেছি। দেখেছি দুটো বিশ্বযুদ্ধ। প্রত্যেকটি যুদ্ধে এক প্রজন্ম চরম দুঃখ দুর্দশা সহ্য করে নিজেদের বলিদান দেয় পরবর্তী প্রজন্মকে সুখ শন্তি দেবে বলে। তাই সংগ্রামের ইতিহাসে লাঞ্ছিত মানুষগুলোই শহিদের সম্মানে ভূষিত হয়। যারা যুদ্ধ বাধায়, যুদ্ধ ছড়ায় তাদের স্থান হয় সময়ের আস্তাকুঁড়ে। আমাদের সামনেও সেই কঠিন লড়াই যা লড়তে হচ্ছে পরবর্তী স্বাস্থ্যকর প্রজন্ম উপহার দেওয়ার জন্য। এজন্য দেশে দেশে বলিদান চলছে। শুধু সংখ্যায় নয় এই আত্মত্যাগ লেখা হবে গরিমা গাথায়। যারা বুক পেতে প্রতিদিন লড়াইটা সাহসের সঙ্গে লড়ছেন তারা নিজেদের স্থায়ী আসন পেতে রাখছেন মানব সভ্যতার মহাকাব্যে।

প্রত্যেক যুদ্ধেই কিছু ঘরশত্রু থাকে। এ যুদ্ধেও আছে। কিন্তু কোনও যুদ্ধেই তারা শেষ কথা বলে না। এবারেও তারা বলবে না। হয়ত লড়াইটা আরও কিছুটা কঠিন হচ্ছে। চ্যালেঞ্জটাও দৃঢ় হচ্ছে। তাই এখন শুধু প্রয়োজন দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করে যুদ্ধটা করে যাওয়া। আরও কিছুটা পথ বাকি। ওপারে অপেক্ষা করছে নতুন ভোর, নতুন মূল্যবোধ, নতুন পৃথিবী।

শ্রীঈশোপনিষদ

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।৪।।

প্রভুত্বকারী দেবতা যাঁরা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, যেমন– বায়ু, আলোক বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে এবং পরিচালনায় ক্ষমতা প্রাপ্ত, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তির অন্তর্গত। মনুষ্যসহ সমস্ত জীবাত্মাও ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত। এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিজাত এবং চিদাকাশ বা ভগবৎ–ধাম তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ।

এভাবেই পরমেশ্বরের বিভিন্নশক্তি সর্বত্র বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। যদিও ভগবান এবং তাঁর শক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তবু কারও ভ্রান্ত ধারণা করা উচিত নয় যে, ভগবান নির্বিশেষ রূপেই সর্বত্র বিরাজিত, অথবা তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তা হারিয়েছেন। মানুষ মাত্রই তার বুদ্ধিমত্তা এবং বোধশক্তি অনুসারেই কোন সিদ্ধান্ত করতে অভ্যস্ত, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান আমাদের সীমিত উপলব্ধির অতীত। এই কারণেই উপনিষদে আমাদের এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে অবাঙ্মনসগোচর, অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত।

ভগবদ্গীতায় (১০/২) ভগবান বলেছেন, এমন কি মহান ঋষি এবং দেবতারাও তাঁকে জানতে পারেন না। সুতরাং ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞ অসুরদের কথা বলাই বাহুল্য। এই চতুর্থ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন অন্তিকে পরম ব্যক্তি; তা না হলে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সবিশেষ রূপের সমর্থনে নানাবিধ লক্ষণ উল্লেখের কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

যদিও বা ভগবানের সমস্ত লক্ষণ তাঁদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু ভগবানের স্বতন্ত্র শক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশগুলির কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। সেই জন্য এই অংশগুলি কখনও সমগ্রের সমান হতে পারে না এবং ভগবানের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করতেও পারে না। মূর্খ ও নির্বোধ জীব, যারা পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা জড়া প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত থেকেই ভগবানের অপ্রাকৃত স্থিতি অনুমান করার বিফল চেষ্টা করে। মনোধর্মের দ্বারা ভগবানের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ প্রয়াসীদের শ্রীঈশোপনিষদ এই শ্লোকে সতর্ক করেছেন। বেদ–এর মতো শ্রেষ্ঠ উৎস থেকেই ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ জানার চেষ্টা করা উচিত, কেন না তা অপ্রাকৃত জ্ঞানের আকর।

ফেসবুক বার্তা

অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি মানেই স্থিতাবস্থা নয়

পার্থসারথি গুহ ঃ নতুন সপ্তাহে নয়া চ্যালেঞ্জ নিফটির সাড়ে ৯ হাজার পার করা। নতুন একটা সপ্তাহ মানে আগের সব নেতিবাচক দিক ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এমনিতেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা অর্থবাজারের। তার ওপর দেশের নানা সমস্যাকে ছাপিয়ে বিদেশ থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসতে থাকা। বলাবাহুল্য, এই খারাপ খবরের আঁতুরঘর এই মুহূর্তে সেই মার্কিন—চিন যুদ্ধ।

আর করোনার কাঁটা তো ক্রমেই সুদূরপ্রসারী ধাক্কা হয়ে উঠছে। যা রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে তামাম বিশ্বের অর্থবাজারকে। এখন যেটা দেখার সেটা হল এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না। কারণ, যে সব সমস্যা দানা বেঁধেছে তা সহজে দূর হওয়ার নয়।

তবে আশার কথা ভারতের অর্থবাজার সহ বিশ্বের বেশ কিছু শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেনতেন মূল্যে। করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করেই এই প্রতিরোধক আবহ গড়ে উঠছে।

বিদেশের এই প্রবল সমস্যার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত দেশের সূচকের ল্যাজেগোবরে হতে থাকা আরও চাপ বাড়াচ্ছিল শেয়ার বাজারের। ভারতীয় দুই প্রধান সূচক নিফটিও মাত্র ১ মাসের মধ্যে ১২,২৫০ এর ঘর থেকে পড়তে পড়তে প্রায় ৪০ শতাংশ কারেকশন সেরে বসে আছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ পতন লগ্নিকারীদের পুঁজিও টেনে নামিয়েছে অনেকটাই। ৪২ হাজারের

ঘরে চলে যাওয়া সেনসেক্সও চলে এসেছিল ২৪—২৫ হাজারের গর্ভগৃহে। কোন জাদুবলে বেয়ার হানা আটকানো যাবে?

সেই জায়গা থেকে অবশ্য অনেকটা রক্ষা মিলেছে। যদিও তা যে দীর্ঘস্থায়ী তা বলার মতো অবস্থা এখনও নেই।

কবে যে সূচকের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আউড়ে এখনকার এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটাবে সেটা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে অর্থবাজারে।

কারণ, এখন যে জায়গায় বাজার চলে গিয়েছে তার থেকে মোড় ঘোরাতে হলে আকাশকুসুম কিছু কাহিনিকেই বাস্তব হয়ে উঠতে হবে। চট করে না হলে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘক্ষণ। বিশেষ করে আগামী অর্থবর্ষ পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে এই অপেক্ষার পালা। তার আগে অবশ্য বাজারের হাল পালটানোর একটা সুযোগ থেকেই যাচ্ছে।

সেটা সংগঠিত হবে করোনা মোকাবিলাকে কেন্দ্র করেই।

সেই অ্যাসিড টেস্টের ওপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। যদি এই সেমিফাইনাল রাউন্ড ঠিকমতো উতরে যেতে পারে কেন্দ্রের শাসক দল, তখন কিন্তু শেয়ার বাজারের চাকা ওপর দিকে ঘুরে যাবে। উলটোটা হলে অর্থবাজারের কঙ্কাল বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রবল। তার মাঝামাঝি এই মাস দুই হল খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। যে সময়টা দেখার শুধু নয়, মেপে নেওয়ারও বটে।

এখনকার ট্যাগলাইনই হল ঠিক হয়েও হচ্ছে না শেয়ার বাজার। কখনও দেশের সমস্যা অর্থবাজারকে ফেলে দিচ্ছে, আবার কখনও দেশের হাল শুধরালেও পতনে নতুন করে ইন্ধন জোগাচ্ছে বিদেশ থেকে আসা খারাপ খবর। এখন খানিকটা এমনই ঘটছে ভারতের শেয়ার বাজারে।

এমতাবস্থায় বাজারের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে ঠিকই। কারণ, টেকনিক্যাল ভাষায় প্রায় ৪০ শতাংশের মতো কারেকশন করা সূচক এখন ওভার সোল্ড জোনে দাঁড়িয়ে আছে। খুব স্বাভাবিক নিয়মে এখান থেকে একটা পালটা দিতে পারে সূচক। সেক্ষেত্রে নিফটি আরও কিছুটা ঠেলেঠুলে ওপরে উঠতেই পারে। সেই জায়গা থেকে সূচকের দিশা সামনের দিকে হবে না দিকে সেটা অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সংগঠিত হবে।

ভিন জেলার শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করলো প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি , বারুইপুর : বারুইপুর থেকে ভিন জেলার শ্রমিকদের এবার ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করলো প্রশাসন। ভিন জেলা যেমন, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ থেকে বারুইপুরের পুরসভা এলাকায় ও গ্রামাঞ্চলে কাজে এসেছিলো কিছু শ্রমিক।

তাঁরা কেউ রাজমিস্ত্রি কেউ বা দিন মজুর। রাজ্য জুড়ে লকডাউনের জেরে তাঁরা আটকে পড়ে ছিল বারুইপুরেই। পরিবারে না ফিরতে পেরে উদ্বেগেই দিন কাটছিল তাঁদের। অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে ব্লক প্রশাসন ও বারুইপুর পুরসভার উদ্যোগে ভিন জেলার প্রায় ১৩১ জন শ্রমিককে বাসে করে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হলো । প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ভিন জেলার আটকে থাকা শ্রমিকরা। বারুইপুরের বিডিও অফিস থেকে দুটি বাসে করে বর্ধমান থেকে আসা প্রায় ৪৬ জন শ্রমিক বাড়ির দিকে রওনা দেয়। অপরদিকে বারুইপুরের রাস মাঠ থেকে প্রায় ৮৫ জন শ্রমিককে নিয়ে তিনটি বাস মুর্শিদাবাদে রওনা দেয়। বারুইপুরের পুরাতন বাজার এলাকায় মুর্শিদাবাদ থেকে ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ করতে এসে আটকে পড়েছিল ১৩ জন শ্রমিক। এর পাশাপাশি অন্য এলাকাতেও আটকে ছিল অন্যান্য শ্রমিকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন ভিন জেলা বা রাজ্যের শ্রমিকদের নিজের এলাকায় ফেরানোর। সেই মতো গত কয়েকদিন ধরে অন্য জেলা থেকে এই জেলার শ্রমিকরা বাড়ি ফিরছেন।

লকডাউনে সুন্দরবন এখনও কিছুটা নিরাপদে

নিজস্ব প্রতিনিধি , বারুইপুর : ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখনও নিরাপদ জায়গায় রয়েছে সুন্দরবন এলাকা। ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় চার হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। মোট ১০২টি দ্বীপ রয়েছে সেখানে। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মানুষের বাস। উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি ব্লক ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩টি ব্লক মিলিয়ে এই সুন্দরবন। করোনা সারা বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে থাবা বসালেও সুন্দরবন এলাকায় এখনও সে ভাবে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সুন্দরবনের গোসাবা, বালি, সাত জেলিয়া, লাহিড়িপুর, ছোট মোল্লাখালি, গঙ্গাসাগর, মৌসুনির মত দ্বীপগুলির সরাসরি যোগাযোগ না থাকার কারণেই এখনও পর্যন্ত এই সব এলাকায় করোনার প্রকোপ সে ভাবে পড়ে নি। লকডাউনে একমাত্র জরুরি পরিষেবা ছাড়া সুন্দরবন এলাকার খেয়া পারাপার একেবারেই বন্ধ। এর ফলে মূল

ভূখণ্ডের সঙ্গে এই ব্লকের মানুষের যোগাযোগ সে ভাবে নেই বললেই চলে। গোসাবার বিডিও অফিস সূত্রে জানা গেল, এ বিষয়ে যথেষ্ট কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। যাতে কোনও ভাবেই মানুষ জন এই ব্লকের কোথাও বাইরে থেকে ঢুকে পড়তে না পারেন, সে জন্য সমস্ত খেয়াঘাট গুলিতে সিভিক ভলান্টিয়ার, পুলিশকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছেন। জরুরি প্রয়োজনেও যদি কেউ খেয়া পারাপার করেন, তাদের নাম নথিভুক্ত করণের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাদের থার্মাল স্ক্যানিং করা হচ্ছে। তবে প্রশাসনের চোখে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে কিছু মানুষ জন এই ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ঢুকে পড়ছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। গোসাবা এলাকার বহু মানুষ দক্ষিণ শহরতলির যাদবপুর, নরেন্দ্রপুর, গড়িয়া, সোনারপুর, সুভাষগ্রাম, ক্যানিং, বারুইপুর এলাকায় থাকেন। সেই সমস্ত এলাকায় করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ায় রাতের অন্ধকারে ওই এলাকা থেকে মানুষজন নিজেদের দেশের বাড়িতে ফিরে আসছেন। আর সেই কারনে ভয় পাচ্ছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ জন। যদিও এ বিষয়ে ইতি মধ্যেই খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে প্রশাসন।

রায়গঞ্জে ৪০০ গ্রাম নিষিদ্ধ ব্রাউনসুগার সহ ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ : ৪০০ গ্রাম নিষিদ্ধ ব্রাউনসুগার সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাহুল মিত্র, স্বপন দাস ও সুজন পাল। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি রায়গঞ্জ থানা এলাকায়। পুলিশের দাবী ওই পরিমাণ ব্রাউন সুগারের দাম আনুমানিক দাম ৫ লক্ষ টাকা। ধৃতদের এদিন রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হবে অভিযুক্তদের। তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের সদস্যদের যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাউন সুগার বিক্রি করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয় হয়েছে এমন অভিযোগ বারবার তাদের কাছে আসছিল। এ বিষয়ে তদন্ত করতে নেমে পুলিশ গতকাল বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। এরপরই সূত্র মারফত খবর পেয়ে রায়গঞ্জের এফসিআই মোড় এলাকায় এক যুবককে ধরে ফেলেন তারা। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আরো দুই যুবককে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় রায়গঞ্জ থানা পুলিশ।

ধৃতদের কাছ থেকে একটি মোটর বাইক ৫০গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ব্রাউন সুগার মাপার যন্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের সঙ্গে ভুটান এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ব্রাউন সুগার ডিলারদের যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা প্রাথমিকভাবে পাচ্ছে রায়গঞ্জ থানার তদন্তকারী অফিসাররা। পুরো ঘটনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা দেখছে তদন্তকারীরা।

এ বিষয়ে রায়গঞ্জ পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন আমরা ব্রাউন সুগার সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছি। তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের যোগাযোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করা হবে।

গাঁজা সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের মাঝে মানুষকে সচেতনতার বার্তা দেবার পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলার কাজ ও সঠিক ভাবে পালন করছে পুলিশ। আর তাই তো গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে বকুলতলা থানার জীবন মন্ডলের হাট থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক গাঁজা বিক্রেতাকে গ্রেফতার করলো বকুলতলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নিহার সরদার (৫০)। বাড়ি বকুলতলা থানার মায়া হাউড়ি খেজুরতলা এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ ৯কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

ক্লাব গুলোকে চেক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্লাব গুলোকে অন্য বছরের মতো এ বছরও এক লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। জয়নগর বিধানসভা এলাকার চেক বিতরণ কর্মসূচি চলছে জয়নগর থানা থেকে। সোমবার বিকালে থানায় এই কর্মসূচির সূচনা করলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস ও জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্লাব কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এই চেক। থানার পক্ষ থেকে ক্লাব কর্মকর্তাদের ফোন করে থানায় আসতে বলা হচ্ছে। এমনকি সময়ও বলে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে। সেই সময় ধরে থানায় এসে ক্লাব কর্ম কর্তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই অনুদানের চেক গ্রহন করছেন। চেক হাতে নিয়ে দক্ষিন বারাসতের কয়েকটি ক্লাব কর্মকর্তা বলেন, আমরা এই অনুদানের টাকাটা এই লক ডাউনের পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর কাজে ব্যবহার করবো।

লকডাউনে অচল শিলিগুড়ি। পাওয়া যাচ্ছে না নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।সমস্যায় সাধারন মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনে অচল গোটা শিলিগুড়ি,পাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন ওষুধ সহ বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। হয়রান হচ্ছেন সাধারন মানুষ। জরুরী পরিসেবা ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না শিলিগুড়ির অনেক জায়গাতেই,সবচইতে খারাপ অবস্থা অন্যান্য রোগীদের,তারা না পাচ্ছেন ওষুধ না পাচ্ছেন ডাক্তার,অনেক জায়গাতে ডাক্তার বসছেন না,ফলে সমস্যায় পড়ে গেছেন চোখের রোগীরা,শিলিগুড়ির একটি বিখ্যাত আই সেন্টারের ডাক্তারেরা রোগী দেখছেন না,রোগী ফোন করলে ডাক্তারবাবু বলছেন চোখের ছবি ওয়াটস অ্যাপ করে দিতে।ফলে যাদের জরুরী প্রয়োজন তারা সমস্যায় পড়ে গেছেন।অনেকেই ইনসুলিন পাচ্ছেন না,ফলে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন।কারো সামনে পরিক্ষা,কিন্তু তার জন্য কোন রকম প্রসতুতি নেই।শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকাতে পানীয় জলের সমস্যা বেড়েছে,লকডাউন চলাতে সে দিকে মাথা ঘামাচ্ছেন না কেউই।সমস্যায় পড়ে গেছেন শিলিগুড়িতে বাইরে থেকে আসা হোটেল এবং রেষ্টুরেন্টের কর্মচারীরা,লকডাউনের বাজারে আটকে গিয়েছেন তারা,অন্যদিকে সামনের মাসে বেতনের ঠিক নেই কোন। 3তারিখের দিকে তাকিয়ে আছেন শিলিগুড়ির আনেক লোক।কারন লকডাউন না উঠলে তাদের অবস্থা যে আরো খারাপের দিকেই যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

ঘরে ওষুধ নেই, পুলিশকে ফোন করতেই মুশকিল আসান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওষুধ না পেয়ে পুলিশকে ফোন করতেই মুশকিল আসান। খোদ পুলিশ কর্মীরাই বাড়িতে এসে পৌঁছে দিলো ওষুধ। ওষুধের প্রয়োজনে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন শর্মিলা দত্ত। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা তিনি। তার ফোন পেয়েই ওষুধ নিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে গেল পুলিশ। শিলিগুড়ি থানার পুলিশের এহেন উদ্যোগে দারুণ খুশী শর্মিলা দত্ত। তিনি বলেন, আমার ননদের ছেলে কিছু ওষুধ খায়। কিন্তু তা কোথা থেকে পাবো? কারণ লকডাউন চলছে, বেরোনোর লোকও নেই। তাই আমি তখন পুলিশের ১০০নম্বরে ফোন করি। তারাই আমাকে বলেন বাড়ি থেকে বেরোতে না, তারাই পৌঁছে দেবে প্রয়োজনীয় ওষুধ। সেইমতোই সোমবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন জীবন দায়ী সেই ওষুধ।পুলিশের এই উদ্যোগে আমি খুশী বলে জানান শর্মিলা দেবী। এত ব্যাস্ততার মধ্যেও তারা আমাদের ওষুধ দিয়ে যাওয়ায় আমরা কৃতার্থ।

সমস্ত প্রকার প্রিন্টিং ও ডিজাইন–এর কাজ করা হয়।
যোগাযোগ– সুব্রত বিশ্বাস,
মোবাইল–9830211698 / 6291591635

যন্ত্রাংশ চুরির দায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছুদিন যাবৎ শিলিগুড়ি শহরের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে থাকা গাড়ি থেকে চুরি যাচ্ছিল তেল এবং গাড়ির যন্ত্রাংশ। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ আসছিল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের কাছে। অবশেষে নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশের অভিযানে মিলল সাফল্য। গ্রেফতার হল এক দম্পতি। রবিবার গভীর রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে একটি গাড়ির ভেতরে যন্ত্রাংশ চুরি করার সময় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে হাতে ধরা পড়ে যায় ওই দম্পতি। সোমবার ওই দম্পতিকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের নাম অজয় দে ও প্রিয়াঙ্কা দে।

হীরে, পান্না, চুনী খসল করোনা আবহের মধ্যেই

পার্থসারথি গুহ : হীরে, পান্না, চুনী।

হ্যাঁ। গত দুদিনে যেভাবে তিন নক্ষত্রকে হারালাম আমরা তাদের জন্য এই অলঙ্কারও অনেক কম। এদের মধ্যে প্রথম ইন্দ্রপতনের কথাটা না হয় আগে বলি। ইরফান খানকে ভারতীয় সিনেমা জগতের হীরে বলার মধ্যে কোনও অতিশয়তা নেই মোটেই।

যে হীরক দ্যুতিতে ফিল্ম জগত উদ্ভাসিত হয়েছে তার তুলনা তো হীরক দ্যুতির মতোই। সেই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় যে ঝলমলে সূর্যালোক দেখেছিলাম, সেটাই যেন নতুন করে ফিরে এসেছিল। এই ডায়মন্ড রিঙের জ্যোতি ছিলেন ইরফান খান।

নানা পাটেকরদের ব্যাটন যেন পরবর্তীতে হাতে তুলে নিয়েছিলেন ইরফান। একের পর ছবিতে নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন, নব নব সাজে তুলে ধরেছেন। হিন্দি সিনেমার চেনার বৃত্তের বাইরেও নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন হলিউড এবং ব্রিটিশ মুভিতেও।

সালাম বম্বে দিয়ে শুরু পথচলা। একের পর হাসিল করেছেন মকবুল, লাইফ ইন মেট্রো, কড়োয়া, ব্ল্যাক মেইল, করিব করিব, হিন্দি মিডিয়াম, আংরেজি মিডিয়ামের মতো সিনেমা।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত নেমসেক, স্লাম ডগ মিলিনিয়ার–এর মতো সিনেমাতেও ডাকাবুকো উপস্থিতি ইরফান খানের। এমন এক প্রতিভাশালী তারকাকে হারানো, মুকুট থেকে হীরে খসে যাওয়ার মতোই শূন্যতা তৈরি করল।

ইরফান খান যদি হীরে হন তবে ভারতীয় সিনেমা তথা হিন্দি ফিল্ম জগতের পান্না নিশ্চিতভাবেই ঋষি কাপুর। ওই যে কথায় বলে না, এভারগ্রিন বা চিরসবুজ। সেই তালিকায় প্রথমসারিতেই থেকে যাবেন ঋষি কাপুর। নব্বইয়ের জমানায় যারা বেড়ে উঠেছে তাদের কাছে যেমন আমির খান। ঠিক তেমনই সত্তরের দশকে প্রেম বা রোমান্স কি জিনিস তা শিখিয়ে দিয়েছেন ববির ঋষি কাপুর, ডিম্পল, কমল হাসান ত্রয়ী। টিনএজ অবস্থায় যে টিঙ্কুর আত্মপ্রকাশ মেরা নাম জোকার ছবিতে সেই ছেলেই ডালাপালা মেলে ধরে ববি সিনেমায়। তারপর কর্জ, সাগর, দিওয়ানা থেকে ১০২ নট আউট। তবে নট আউট আর থাকতে পারলেন কই। কিউট হিরোকে বশ মানতে হল ক্যানসারের কাছে। ইরফানের মতোই কর্কট রোগের ছোবলে সবার প্রিয় এই নায়ক চলে গেলেন ৩০ এপ্রিল সকালে।

ইরফান খানের মৃত্যুশোক ভোলার আগেই ঋষি কাপুরের বিয়োগ বার্তা। টালমাটাল এই অবস্থার মধ্যেই সেই ৩০ এপ্রিল বিকেলে জানতে পারলাম দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলার চুনী গোস্বামী প্রয়াত। অর্থাৎ, হীরে, পান্নার পর এবার চুনীর বিদায়।

না, এক্ষেত্রে আর ক্যানসারকে হ্যাটট্রিক করতে দেননি হার্ডকোর স্পোর্টসম্যান চুনী গোস্বামী। কিডনি জনিত দীর্ঘদিনের সমস্যায় থাবা বসিয়েছে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।

মোহনবাগানের ঘরের ছেলে বারংবার গর্বিত করেছেন দেশকে। একের পর এক আন্তর্জাতিক মঞ্চে। দিন কয়েক আগেই তাঁর জোড় পিকে (প্রদীপ ব্যানার্জি) মহাপ্রস্থানের পথে চলে গিয়েছেন। বস্তুত, বাঙালি তথা ভারতীয় ফুটবলে সমস্বরে উচ্চারিত হয়েছে পিকে–চুনীর নাম। দুজনেই আজ মাঠ ছাড়লেন। রয়ে গেলেন এদের সঙ্গে যাঁকে সবসময় একসরণিতে রাখা হয়, সেই তুলসীদাস বলরাম। অর্জুন, পদ্মশ্রী প্রাপ্ত চুনী গোস্বামী অবশ্য ফুটবলের বাইরে ক্রিকেটেও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ঝলমলে ছিল তাঁর ক্রীড়া নৈপুণ্যের ট্র্যাক রেকর্ড।

দরিদ্রদের সেবায় বাটানগর স্কাউটস

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতিমারি করোনা ভাইরাসের (কোভিড–১৯) প্রভাবে সারা দেশ আজ বিপন্ন হতে বসেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানান ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবার জন্য। একদিকে কোভিড–১৯ ছোঁয়াচে রোগের ভয়, অন্যদিকে কাজেকর্মে বাড়ির বাইরে বের হতে না পারার জন্য আর্থিক মন্দা। বিশেষ করে দিন–আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো এমতাবস্থায় বড়ো অসহায়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এই অসহায় দেশবাসীর প্রতি। এমতাবস্থায় মহেশতলার 'বাটানগর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র 'ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস'–এর সদস্যবৃন্দ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনি। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব হৃষীকেশ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে লালবাবা চাল, আলু, নুন, চিনি, ডাল ইত্যাদি দিয়ে মুদিখানা সামগ্রী নিয়ে মহেশতলার প্রত্যন্ত দরিদ্র থেকে অতি দরিদ্র পরিবার অধ্যুষিত অঞ্চলবাসীর প্রতি মুদিখানার সামগ্রী তুলে দেন।

আগামী দিনেও মানুষের যে–কোনও প্রয়োজনে মানুষের পাশে থাকার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বাটানগরের স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সদস্যবৃন্দ। হৃষীকেশবাবু জানান, এর আগেও মহেশতলা থানার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এরকম বহু সেবামূলক কাজকর্ম করেছে 'বাটানগর স্কাউটস–গাইডস'।

ব্যাংকের পাস বই আপডেট ও কেওয়াইসি জমা না নেওয়ায় সমস্যায় গ্রাহকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লকডাউনের এক মাস পার হয়ে গেছে। আর এর মাঝেই ব্যাংকের পাস বই আপডেটের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়া ব্যাংকের কেওয়াইসি ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ ও বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য। এর ফলে সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ। জয়নগর থানা এলাকার ইউবিআই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় জনধন যোজনার অ্যাকাউন্ট আছে বহু মানুষের। লক ডাউনে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই অ্যাকাউন্টে এপ্রিল মাস থেকে তিন মাস ৫০০ টাকা করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। গত এপ্রিল মাস থেকে এই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে অথচ বহু মানুষের এই অ্যাকাউন্টে কেওয়াইসি না থাকায় তাঁরা টাকা তুলতে পারছে না বলে অভিযোগ। এ ছাড়া আপডেট বন্ধ থাকায় পেনশনভোগী থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রাহকেরা সমস্যায় পড়ে গেছে। এ ব্যাপারে ব্যাংক সূত্রে জানা গেল, এই সময়ে কর্মী কম থাকার জন্য এই কাজগুলি করা যাচ্ছে না। লকডাউন উঠে গেলে পুনরায় শুরু হবে।

বারুইপুরে ধৃত এক রেশন ডিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: রেশনের চাল পাচারের অভিযোগে ধৃত এক রেশন ডিলার বারুইপুরে। বারুইপুরের বেগমপুর কাটাখাল এলাকায় এক রেশন ডিলারকে ভ্যানে করে চাল পাচারের অভিযোগে আটক করলো বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃত ডিলারের নাম বাবলু সরদার। মঙ্গলবার বিকালে ভ্যানে করে রেশনের চাল পাচার করার কাজ চলছিলো। দেখতে পেয়ে যায় এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামের বাসিন্দারা ডিলারকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। রাস্তায় চালের বস্তা ফেলে দেওয়া হয়। এর জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, লকডাউনে যখন মানুষ খেতে পাচ্ছে না তখন এই ডিলার দিনের পর দিন চাল বাইরে পাচার করে দিচ্ছে। বারুইপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনা স্থলে যায় ওই এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য ও উপাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র। উত্তেজিত গ্রামের বাসিন্দারা ভাঙচুর চালায় গুদামে। বারুইপুর থানার পুলিশ এলাকায় গিয়ে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। ওই ডিলারকে, আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ওই ডিলারের বিরুদ্ধে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত

প্রথম পাতার পর

গ্রাম সংসদ। সেখানে বসে সিদ্ধান্ত হবে উন্নয়নের পরিকল্পনা যা স্তরে স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে অনুমোদিত হবে। এর ভিত্তিতে অর্থ যোগাবে সরকার। কাজের মান ও হিসাব রাখবেন গ্রামের মানুষই। কাজের পর্যালোচনা হবে গ্রাম সংসদে। আইনের বইতে এসব লেখা থাকলেও বাস্তবে পঞ্চায়তী রাজ কিভাবে চলছে তা সকলেরই জানা। প্রত্যেকটা স্তরই রাজনৈতিক দলের কবলে। পঞ্চায়েতী রাজে সাধারণ গ্রামবাসীর অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে।

তবুও প্রতিবছর ২৪ এপ্রিল নিয়ম করে পঞ্চায়েত দিবস আসে। পালিত হয় সরকারি স্তরে। পুরস্কার দেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েতকে। এবারেও হয়েছে। এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত হিসাবে এবারে নির্বাচিত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত। শুধু উন্নয়নের দিক দিয়ে নয় আধুনিকতাতেও এগিয়ে রয়েছে এই প্রতাপাদিত্যনগর। এটি একমাত্র পঞ্চায়েত যার নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। সব কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রতাপাদিত্যনগরকে শুভেচ্ছা। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় এতদিনে মাত্র একটি কেন? অন্য পঞ্চায়েতগুলিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল না কার স্বার্থে? তবে করোনা ভাইরাস প্রকোপের মধ্যেও এবারের পঞ্চায়েত দিবসকে সংবাদের শিরোনামে তুলে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পঞ্চায়েতের কাজে আরও স্বচ্ছতা আনতে তিনি পত্তন করেছেন 'ই–গ্রাম স্বরাজ' পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ যেখানে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম থেকে হিসাবপত্র সবই প্রতিফলিত হবে সাধারণের জন্য। সাধু উদ্যোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অ্যাপ পঞ্চায়েত রাজে তৈরি ঘুঘুর বাসা ভাঙতে পারবে কিনা তা সময়ই বলবে।

ত্রাণ তহবিলে দান হর্টিকালচার কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরে কর্মরত 'ফিল্ড কন্সালটেন্টস (হর্টিকালচার) অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট–কাম–ক্লার্ক'দের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর স্থিত সংগঠন 'ইউনাইটেড হর্টিকালচার কনট্রাকচুয়াল এমপ্লয়িস অ্যাসোসিয়েশনে'র পক্ষ থেকে রাজ্যের 'মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে' ৪০,০০১ টাকা দান করা হয়। রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলার অ্যাসোসিয়েশন সদস্যরা এই দান করেছেন। এই কোভিড–১৯–এর অতিমারিরর হাত থেকে দ্রুত দেশবাসী মুক্তি পাক এই আশা সংগঠন কামনা করে।

চাল,আলু কম দেওয়ায় শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ এপ্রিল মেটেকোনা দক্ষিনপাড়া অঙ্গনাওয়াড়িকেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে শিক্ষিকা ও রাধুনীকে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা । ২২ এপ্রিল রাজনগর ব্লকের আড়ালী অঙ্গনাওয়াড়িকেন্দ্রে চাল,ডাল কম দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয়ারা । কর্মী সরস্বতী ঘোষকে শোকজ করেছে সিডিপিও । ২০ এপ্রিল মুদিয়াল অঙ্গনাওয়াড়িকেন্দ্রে চাল, ডাল কম দেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা ।

ছেলের জন্মদিনে বাবার ত্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছেলের জন্মদিন পালন না করে ১৭ এপ্রিল সেই টাকায় এলাকার দুঃস্থদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিলো দীঘিআগাল গ্রামের পোল্ট্রি ব্যবসায়ী সুখেন গড়াই। সুখেন গড়াই বলেন, 'ছেলে রাজদীপের জন্মদিন পালনের চেয়ে এখন বেশি দরকার মানুষকে বাঁচানো । তাই এবার ছেলের জন্মদিন পালন না করে সেই টাকায় এলাকার ১৫০ জন মানুষের হাতে ত্রাণ তুলে দিলাম । এতে আমার ছেলে বহু মানুষের আশীবাদ পাবে ।'

মাস্ক পরিয়ে সচেতনতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ এপ্রিল রাজনগর চৌরাস্তা এলাকায় পথচলতি মানুষদের মাস্ক পরিয়ে সচেতনতার বার্তা দিলো বেশ কিছু তরতাজা যুবক 'রাজনগর বন্ধু' হিসাবে । অন্যতম উদ্যোক্তা শেখ কৌসর বলেন, 'করোনা সংক্রমন রুখতে মাস্ক জরুরি । প্রশাসন তা বাধ্যতামূলক করেছে । আমরা প্রতি সপ্তাতেই পথে নেমে পথচলতি মানুষদের মাস্ক দিয়ে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছি ।' স্বভাবতই তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার মানুষজন । গত ২৪ মার্চ সকালে নিজের এলাকায় কিছু মাস্ক বিতরন করে জনসাধারনকে সচেতন করেন রামপুরহাট–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সাহারা মন্ডল ।

করোনার দাপটে দিশাহীন সুন্দরবন, কর্মহীন বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি :

লকডাউনে সুন্দরবন পর্যটকহীন, বিপাকে ব্যবসায়ীরা। প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। এখন পর্যটক বঞ্চিত সুন্দরবনে তাই নেমে এসেছে মন্দার ছায়া। ১০২ টি দ্বীপ নিয়ে এই সুন্দরবন। উত্তর ২৪ পরগনার ৬ টি ও দক্ষিন ২৪ পরগনার ১৩ টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। আগে মূলত শীতকালেই পর্যটকেরা ভিড় জমাতেন এই সুন্দর বনে। কিন্তু এখন মোটামুটি সারা বছরই পর্যটকেরা আসেন সুন্দরবনে। ফলে পর্যটন থেকে আয়ের পথটা ও এখানে সারা বছরই। কিন্তু গত পর্যটন মরসুম জুড়ে এর ছন্দপতন ঘটেছে। বুলবুলের দাপটে সুন্দরবনের বেশ কিছু পর্যটন কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সুন্দরবন অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল পর্যটন ব্যবসা। ফলে সে সময় ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনকে। ভ্রমণ শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষ জনের অধিকাংশই ভেবে ছিলেন, চলতি গরমের ছুটিতে সেই ঘাটতিটা কিছুটা পুষিয়ে নেবেন। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারনে ঘোষিত লকডাউন তাঁদের সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। লঞ্চ মালিক, লঞ্চ চালক ও কর্মচারী, রাঁধুনি, হোটেল মালিক, স্থানীয় দোকানদার সহ বহু মানুষ আছেন এই তালিকায়। সমস্যায় পড়েছেন সবাই। গোসাবার সজনেখালি এলাকার এক হোটেল মালিক জানালেন, ইতিমধ্যেই গরমের ছুটির সমস্ত বুকিং বাতিল হয়েছে। গোসাবার এক ট্যুর অপারেটর প্রসেনজিৎ মণ্ডল বলেন,

অন্য বছরে এই সময় থেকেই পুজোর মরসুমের বুকিং শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবারে এই পরিস্থিতি তে পুজোর জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও বুকিংই হয়নি। লঞ্চ বা হোটেল মালিকেরা তো যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছেন। বেশি সঙ্কটে পড়েছেন লঞ্চ ও হোটেলের কর্মীরা। কিছু কিছু হোটেল ও লঞ্চ মালিক তাঁদের কর্মচারীদের সামান্য কিছু চাল, ডাল, আলু সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন ঠিকই, কিন্তু এই ভাবে কত দিনই তা তুলে দেওয়া সম্ভব, তা জানেন না কোনও পক্ষই। কুলতলির কৈখালী এলাকার অরুণ দাস, নিলীমা নস্কর সহ স্থানীয় কয়েক জন দোকানী বলেন, আগে সারা বছর মানুষ জনের যাতায়াত ছিলো এখান থেকে। আর যার ফলে আমাদের কিছু বেচাকেনা হতো। এবারে লক ডাউনে পর্যটক আসা বন্ধ সুন্দরবনে। তাই কি ভাবে চলছে আমাদের তা শুধু আমরাই জানি। সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবসায় লঞ্চ ও ভুটভুটি মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক জলযান চলে। ক্যানিং, বাসন্তী, ঝড়খালি, গোসাবা, কুলতলি ও রায়দীঘি মিলিয়ে প্রায় শতাধিক হোটেল ও লজ রয়েছে। সুন্দরবনের পর্যটনশিল্পের উপরে যেমন বহু মানুষ নির্ভরশীল, তেমনই এই শিল্প থেকে বহু টাকা রাজস্ব হিসেবে সরকারি কোষাগারেও জমা পড়ে। পর্যটন বন্ধ থাকায় রাজস্বেও যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দেবে বলে মনে করছেন পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ জন। আর এই পরিস্থিতি কাটিয়ে কবে যে সুন্দরবন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে তা নিয়ে আশায় রয়েছে এর সাথে যুক্ত মানুষ জন।

করোনা সাফল্য ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারে

প্রথম পাতার পর

নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নানা বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রশাসক হিসাবে নিজেকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছেন বাণিজ্যে সাফল্যের ক্ষেত্রে যা একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় : দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন–কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির দীর্ঘ কংগ্রেসী কালচারকে পিছনে ফেলে গত ৬ বছরে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রাধান্য পেয়েছে। বিরোধীদের তোলা দুর্নীতির অভিযোগ ধোপে টেঁকেনি। বরং আরও বেশি জনসমর্থন নিয়ে ফিরে এসেছে একই দল। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যের দুনিয়ায় সাফল্য পেতে অবশ্যই এই সচ্ছতা কাজে আসবে।

চতুর্থ : আঁটোসাঁটো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা– অর্থনৈতিক সাফল্যের একটি বড় শর্ত হল দেশের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বৈদেশিক ও আভ্যন্তরিন সুরক্ষাই দেশে বিপুল বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম। কাকতালীয়ভাবে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে গত ৬ বছরে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ভারত। গত সোমবার স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট সাম্প্রতিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে খরচের ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারত তৃতীয় স্থানে বিরাজ করছে। প্রথম স্থানে থাকা আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাবদ খরচ ৭৩২ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় চিন খরচ করে ২৬১ বিলিয়ন ডলার। এরপর ভারতের বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৭১.১ বিলিয়ন ডলার যা চতুর্থ স্থানে থাকা রাশিয়ার চেয়েও ৬ বিলিয়ন ডলার বেশি। এক্ষেত্রে জানা দরকার যে, স্টকহোমের সমীক্ষা বলছে ভারত গত চার বছরে

করোনায় মাঠে নামলেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানব জীবনে করোনা আর লকডাউন অনেক অনেক কিছু শিখিয়ে দিলো।জাতপাত,ধর্মবর্ণ সব কিছু ভেদাভেদ ভুলিয়ে একত্রিত করে করোনা তার দাপট রেখেছে অব্যাহত।আর সেই করোনা তান্ডবে দিন আনা পরিবার গুলি সবকিছু হারিয়ে বিমর্ষ হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ভাবে নানান সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুঃস্থ অসহাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ত্রাণও দিচ্ছেন।এবার সেই ত্রাণ নিয়ে দুঃস্থ মায়েদের পাশে দাঁড়ালেন খোদ মহিলারাই। যা ক্যানিং মহকুমা সহ সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত।মহিলা পরিচালিত ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় সুবর্ণ সংঘ প্রাথমিক বহুমূখি সমবায় সমিতি। সমিতির ১২ জন মহিলা সদস্যা ঝর্ণা পাত্র,সোমা নাইয়া,সন্ধ্যা নস্কর,সোনালী চক্রবর্তী,মিতা মন্ডল,রীণা বৈদ্য,স্বপ্না মন্ডল,প্রতিমা মন্ডল,আভা মন্ডল,রোকেয়া গায়েন,রেহেনা গাজী,মিতা মাখাল।সকল সদস্যারা রীতীমতো মিলিত ভাবে সমপরিমাণ চাঁদা দিয়ে খাদ্যসামগ্রী কিনে বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মায়েদের হাতে তুলেদিলেন। শিশুদের খাবার সহ পর্যাপ্ত পরিমাণ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার আগেই করোন সংক্রমণ ঠেকাতে দুঃস্থ মায়েদের হাতে স্যানিটাইজার ও দেন।

দিঘীরপাড় সুবর্ণ সংঘ প্রাথমিক বহুমূখি সমবায় সমিতি সদস্যারা জানিয়েছেন লকডাউন চলা পর্যন্ত আমরা প্রত্যন্ত গ্রামের দুঃস্থ মায়েদের পরিবারের পাশে সাহায্য সহযোগিতা কর্মপ্রণালী অব্যাহত রাখবো।পাশাপাশি শিশুদের পুষ্টির দিকটা লক্ষ্য রেখে আগামী দিনে আরো বেশী পরিমাণ প্রোটিন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেবো।

করোনা যুদ্ধে খোদ মহিলারা মাঠে নেমে ত্রাণ দেওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশু উন্নয়ণ জনকল্যাণ ও

প্রচেষ্টা ফর্ম দেওয়া আচমকা বন্ধ, তীব্র গন্ডগোল, ঘটনাস্থলে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ,জয়নগর : লকডাউন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ আজ কর্মহীন। সেই সব মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচেষ্টা নামে একটি প্রকল্প শুরু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এককালীন পরিবারের একজন এক হাজার টাকা করে অনুদান পাবে। এর জন্য বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে এবং উক্ত ব্যক্তি সরকারি অন্য কোন ভাতা পেয়ে থাকলে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। গত ২০ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত এই ফর্ম জমা দেওয়ার কাজ হওয়ার কথা ছিল বিডিও অফিসে। সোমবার বেলায় আচমকাই রাজ্য সরকারের নির্দেশ আসে এই ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ আপাতত বন্ধ থাকছে। আর তা বিডিও অফিস থেকে মাইকিং করে বলে দেওয়া হয়। কিন্তু সকাল থেকে এই ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য কয়েকশো মানুষ জড়ো হয়েছিল বিডিও অফিস চত্বরে। আর যখনই তাঁরা শুনলো জমা নেওয়া হবে না তখনই তারা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ঘটনাস্থলে জয়নগর থানার পুলিশকে আসতে হয়। বিডিও ও পুলিশের হস্তক্ষেপে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কেন আচমকা এই প্রকল্পের ফর্ম নেওয়া বন্ধ করা হলো তা নিয়ে চাপা গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছে। বিডিও অফিস সূত্রে জানা গেল, এদিন বেলার দিক থেকে অনলাইনে এই ফর্ম এন্টির সাইড বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ বন্ধ করে রাখতে হয় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী।

জয়নগরে রক্তদানে মাস্ক বিতরণ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি ,জয়নগর : গরমে রক্তের সংকট মেটাতে লকডাউনের ভেতর বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর পি সি পাল ইনস্টিউশনে এক রক্তদান শিবির হয়ে গেল শনিবার। জয়নগর থানার উদ্যোগে এদিন ৬স্ট রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা, জয়নগর ১ নম্বর বিডিও নৃপেন বিশ্বাস, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান

প্রশান্ত সরখেল, সমাজসেবী চিন্ময় দে সহ আরো অনেকে। আগামী মে মাসের চারটে শনিবার এরকম আরও চারটি এই শিবির জয়নগর থানা এলাকায় হবে বলে জানালেন জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা। বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, লকডাউন চলাকালীন রক্তের সংকট মেটাতে এই শিবির চালু থাকবে। এদিন ৫০ জন রক্ত দান করেন। প্রত্যেক রক্তদাতাকে এদিন থানার পক্ষ থেকে মাস্ক তুলে দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি এদিন সমাজসেবী চিন্ময় দে জয়নগর থানার আই সির হাতে ২৫০ কেজি চাল ও ২৫০ টি মাস্ক তুলে দিলেন।

প্রয়োজনে পাশে কে

অ–কোভিড রোগীরা চরম সংকটে

প্রথম পাতার পর

ভোগেন ডায়াবেটিসে। এই বিপুল সংখ্যক অ–কোভিড রোগী বর্তমানে চরম অবহেলার শিকার। শহরের এক নামী অর্থপেডিক সার্জেন জানান বহু অপারেশন বন্ধ হয়ে আছে করোনা আতঙ্কে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে ডাক্তার কেউই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। এমনকি ল্যাবরেটরিগুলিতে জরুরি টেস্টও স্বাভাবিক গতিতে করা যাচ্ছে না। সংক্রমণের ভয়ে ধীরে ধীরে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও অমিল হচ্ছে। ডাক্তারদের দাবি স্বাস্থ্য দফতরকে এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।

রাজ্যের আরও একটা ভয়াবহ দিক হল রক্ত শূন্যতা। কিছু ছোট ছোট উদ্যোগ হলেও রক্তদান শিবিরের অভাবে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি শূন্য হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে থ্যালাসেমিয়া রোগী জনসংখ্যার ৬ থেকে ১০ শতাংশ। এদের রক্ত দেওয়া ছাড়া গতি নেই। অন্যান্য রোগীরও দৈনন্দিন বিপুল পরিমান রক্তের প্রয়োজন হয়। অথচ ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে নেই নেই রব উঠেছে। তার উপর রয়েছে স্পর্শকাতর জোনের বিড়ম্বনা। ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে রেড ও অরেঞ্জ জোনের বাসিন্দাদের ব্লাড দেওয়াও হবে না বা তাদের রক্ত নেওয়াও হবে না। সরকারি–বেসরকারি সব ব্লাড ব্যাঙ্কের এক রা। অর্থাৎ অ–কোভিড রোগীদের রক্তের অভাবে মরা ছাড়া গতি নেই। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক চিকিৎসা অবিলম্বে চালু করার ব্যবস্থা না করলে রাজ্যে আরও এক মহামারির আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা। যদিও গত বুধবার হাসপাতালগুলিতে স্বাভাবিক চিকিৎসা চালু রাখার আবেদন করেছেন মৃখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মানুষ চাইছে অন্তত একটি হেল্পলাইন নম্বর বিপদে পড়লে বা হাসপাতালে হয়রানির শিকার হলে সেখানে ফোন কররে প্রতিকার পাবে তারা।

করোনায় করুণ অবস্থায় রাঢ়বঙ্গের হাজারো হস্তশিল্পী, পেট ভরাচ্ছে রেশন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় দেশজুড়ে লকডাউন অব্যাহত। দীর্ঘমেয়াদী এই লকডাউনে করুণ অবস্থায় কাটাচ্ছেন রাঢ়বঙ্গের কয়েক হাজার হস্তশিল্পী। মৃৎশিল্প, মুখোশ শিল্প, ডোকরা, কাষ্ঠ খোদাই সহ বাঁশ ও বেত এবং শোলার শিল্পকর্ম, কাঁথা স্টিচের হস্তশিল্পীরা লকডাউনের কারণে প্রায় দেড় মাসব্যাপী ঘরবন্দী। এই মুহূর্তে তাঁদের হাতে কাজের বরাত নেই। কার্যত চরম অর্থসংকটে কাটাচ্ছে শিল্পীদের পরিবারগুলি। নানাভাবে চড়া সুদে ধারদেনা করে কোনওমতে দিন গুজরানের রোজনামচা চলছে। পেট ভরাতে অন্যতম প্রধান ভরসা রেশনসামগ্রী। করোনা বিপর্যয় শেষে ফের কবে পরিবারের মুখে হাসি ফুটবে সেইদিকেই তাকিয়ে হস্তশিল্পীরা।

অজয়, দামোদর, কংসাবতী, ভাগীরথী নদনদী বিধৌত অবিভক্ত বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও হুগলি জেলার একাংশ নিয়ে বিস্তৃত এই রাঢ়ভূমিকে নানাবিধ হস্তশিল্পকর্মে সমৃদ্ধ করে চলেছেন অসংখ্য মানুষ। অবিভক্ত বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার বনকাপাসির শোলাশিল্প কালনা মহকুমার নতুনগ্রামের কাষ্ঠ খোদাই সহ বাঁশ ও বেতের শিল্পকর্ম, আউশগ্রামের দারিয়াপুর গ্রামের ডোকরা শিল্প, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রামের মৃশিল্প, পুরুলিয়ার চহিদা গ্রামের জগদ্বিখ্যাত ছৌ মুখোশ শিল্প, বীরভূম জেলার নানুরের কাঁথা স্টিচ কাজের কদর বেড়েছে। ফলে এই স্থানগুলি রাজ্য ও দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মানুষের কাছে একেকটি পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় সারাটা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠান সহ পুজো মণ্ডপ এবং হস্তশিল্প মেলাতেও রাঢ়বঙ্গের এই শিল্পসামগ্রী শোভা বর্ধন করে চলায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। এখন তো অনলাইন কেনাকাটাতেও পশ্চিমবঙ্গের এইসব হস্তশিল্পকর্মের যথেষ্টই চাহিদা রয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি এরাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বছরভর আয়োজিত হস্তশিল্প মেলা ও প্রদর্শনীতেও এইসব শিল্পসামগ্রীর স্টল থেকে শিল্পীদের সন্তোষজনক উপার্জন হয়। অর্থাৎ সারাটা বছরই রাঢ়বঙ্গের এই হস্তশিল্পীদের তৈরি নানাবিধ শিল্পকর্মের ভালো রকম চাহিদা থাকে।

কিন্তু, বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মহামারির আকার ধারণ করায় তার ধাক্কা এসে লেগেছে এইসব হস্তশিল্পীদের ঘরেও। দুর্গাপুজো সহ বেশ কিছু উৎসব ও মেলার দিকে তাকিয়ে এই সময়টা বেশিরভাগ হস্তশিল্পীদের কাজের ভরপুর মরশুম। প্রতিবার এসময় তাঁদের দম ফেলার সময় থাকে না। অথচ, এবার কাজের কোনও বরাত নেই। বরাত ছাড়াও যেটুকু কাজ হয় তার বাজারও মন্দা। সর্বত্রই গণপরিবহণ সহ ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল বন্ধ। তাই বাইরের পাইকারী ব্যবসায়ী কিংবা পর্যটকরা হস্তশিল্প সামগ্রীর টানে এই পর্যটন ক্ষেত্রগুলিতে আসতে পারছেন না। যেকারণে ছোটো-বড়ো হস্তশিল্পী সকলেই মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। তাঁদের পরিস্থিতি এতটাই করুণ যে সংসার চালানোটাই একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার মৃশিল্পীদের তৈরি সুদৃশ্য ঘোড়া সহ বিভিন্ন সামগ্রীর কদর রয়েছে সর্বত্র। পাঁচমুড়া মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতির ম্যানেজার সঞ্জু কুম্ভকার বলেন, আমাদের এখানে শতাধিক শিল্পীর এখন কাজ নেই। লকডাউনের ফলে ঘরে মালপত্র ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে। মালপত্রের বিক্রি তো নেইই এমনকি, বরাতও আসছে না। শিল্পীরা চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে

করোনা যুদ্ধে দেবাশিস যশ মাঠে নেমেছেন

মলয় সুর, হুগলি : নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় কঠিন অবস্থার জন্য লক ডাউন পরিস্থিতিতে চুঁচুড়া পুরসভার কামারপাড়া এলাকার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে IR-ERD এনজিও সংস্থা স্থানীয় পরিবারদের খাদ্য সামগ্রী বিলি করা হয়। সংস্থার কর্ণধার দেবাশিস যশ এক সপ্তাহ ধরে মানুষদের খাবার যোগান দেন। এই সমস্যায় পড়েছেন দিনমজুর, ঠিকে কাজের লোক, হকার, দরিদ্র ফুটপাতবাসীরা। এই কাজে সাহায্য করেন তাঁর পুত্র স্পন্দন যশ। এই কঠিন সময়ের মধ্যে এলাকাবাসী খুশি। যদিও দেবাশিস এর আগে সমাজসেবা মূলক প্রচুর কাজ করেছেন। যেমন রক্তদান, বস্ত্রদান, চক্ষু ক্যাম্প ও চশমা বিতরণ প্রমুখ।

সৎসঙ্গের ত্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনগর সৎসঙ্গ উপাসনাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১৮ এপ্রিল আবাদনগর, কাষ্ঠগড়া, বান্দি, নাকাশ দাসপাড়া, বহিলাপাড়া, দিঘীআগাল, খাসবাজার, গাংমুড়ি বাসিন্দাদের চাল, মুড়ি, ডাল, আলু, সোয়াবিন তুলে দেওয়া হয়। আনন্দমোহন নন্দী বলেন, 'এই দুঃসময়ে দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকতে পেরে ভীষন ভালো লাগছে। এভাবে সবাই সাধ্যমতো এগিয়ে এলে সব মানুষেরাই বেঁচে থাকবে।' ২৩ এপ্রিল আসানশুলি গ্রামে চতুর্থবারের জন্য আদিবাসীদের চাল, ডাল, আলু, সরষের তেল, সাবান, ডিম পৌঁছে দেন বক্রেশ্বর বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রবীন সন্ন্যাসী দুর্গেশ গিরি। চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিলের তিনকেজি চাল, তিনকেজি আলুর সঙ্গে দেওয়া হলো 'ওয়ার্কশিট'। ২০ এপ্রিল পঞ্চম ও অষ্টম, ২১ এপ্রিল ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের। বিদ্যালয়ে ঢোকার মুখে হাত স্যানিটাইজার দিয়ে ধোয়ানো হয়। লকডাউনে বন্ধ বিদ্যালয় তাই পড়ুয়ারা বাড়িতে থেকেই বাড়ির কাজ করার জন্য পড়ুয়াদের 'ওয়ার্কশিট' অভিভাবক অভিভাবিকাদের হাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তুলে দেন। বিদ্যালয় চালু হলে পড়ুয়াদের কাছ থেকে 'ওয়ার্কশিটে'র খাতা জমা নেওয়া হবে বলে বিদ্যালয়সূত্রে জানা গিয়েছে। বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছে অভিভাবক অভিভাবিকারা। [ছবিতে – এক অভিভাবকের হাতে 'ওয়ার্কশিট' তুলে দিচ্ছেন চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক

নিখোঁজ মৎস্যজীবীর পরিবারের পাশে সুন্দরবনের অমল

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলছে লকডাউন।ফলে ইচ্ছা থাকলেও নিরুপায়।বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দুটি নদী পারাপার হয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জেমসপুরে যাওয়া অসম্ভব। তবে তা বলে কোন বাধার কাছে হার মানতে নারাজ।নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ দরিদ্র মৎস্যজীবীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন সমাজসেবী তথা শিক্ষক অমল নায়েক।

জীবন জীবীকার তাগিদে পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়েছিলেন গোসাবা ব্লকের জেমসপুরের বাসিন্দা রথীন সরকার।জঙ্গলে যখন মধু সংগ্রহের কাজ করছিলেন তখন সবার অলক্ষ্যে সুন্দরবন জঙ্গলে একটি বাঘ রথীন কে আক্রমণ করে। ঘাড়ে থাবা বসিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে চলে যায়।খোঁজ পাওয়া যায় নি।নিরুপায় হয়ে সঙ্গী সাথীরা গ্রামে ফিরে আসে।পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর নিখোঁজ সংবাদ পেয়ে অসহায় হয়ে পড়ে দরিদ্র পরিবার টি। বিধবা হলেন কুন্তলা সরকার! অর্ধ অনাথ হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রথীন সরকারের কন্যা ভাস্বতী ও পুত্র অষ্টম শ্রেণীর কৌশিক সরকার।সমগ্র পরিবার টি দিশেহারা হয়ে পড়েন। পড়াশোনাও অনিশ্চিত হয়ে যায়।

মঙ্গলবার দুপুরে পাখিরালয়ের সর্বরঞ্জন মন্ডলর মতো বিশিষ্টজনের দ্বারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সমাজসেবী তথা শিক্ষক অমল নায়েক।

তুলেদেন পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী ও নগদ চার হাজার টাকা।

সমাজসেবী অমল বাবু জানিয়েছেন সাময়িক ভাবে অসহায় পরিবারের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আগামী দিনে যাতে করে রথীন সরকারে মেয়ে ভাস্বতী ও ছেলে কৌশিক সরকার পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য সমস্ত রকম সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

লক ডাউনের জেরে বিপাকে অটোচালকরা

প্রথম পাতার পর

ফাঁড়ি থেকে বেহালা ট্রাম ডিপো পর্যন্ত নিত্য ৯০টি অটো চলে। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থানা তারাতলা রুটে ১৬৫টি, অটো রাস্তায় নামে। বেহালা চৌরাস্তার স্থানীয় অটো ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি আইনজীবী সুব্রত মিস্ত্রি'র থেকে জানা যায়, চৌরাস্তা মোড় থেকে পূর্বে মুচিপাড়ায় নিত্য কমবেশি ১০০টি অটো পথে নামে। চৌরাস্তা থেকে মহেশতলার ডাকঘর আট কিলোমিটারের রুটে নিত্য কমবেশি ২১৫টি অটো যাতায়াত করে। চৌরাস্তা থেকে সরসুনা কলেজ, সরসুনা ও আদর্শনগর-দাসপাড়া রুটে নিত্য চলে কমবেশি ১৯০টি অটো। চৌরাস্তা মোড় থেকে বিভিন্ন রুটে রিক্সা চলে ১১৫টি।

লকডাউনের পর থেকে রাস্তা থেকে অটো উধাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্যেও দাবিপত্র জানিয়েছেন অটো ইউনিয়নের নেতারা। এই অটো চালকদের ও অটো শ্রমিকদের প্রতি যদি মুখ্যমন্ত্রী একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং অটোচালক তরুণ কুমার দত্ত, সোমনাম ঘোষ, গণেশ ঘোষেরা যদি একটু আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন। তাহলে খুবই ভালো হয়। অটোচালকদের জীবনযাপনের জন্য এটা অনেক সুবিধা হয়। অটোচালক অভিজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। সংসার চালাতে পারছি না। মেয়ের প্রাইভেট টিউশন ফিজ কোথা থেকে দেবো জানিনা। আমাদের প্রতি কোনও উপকার পাচ্ছি না। স্থানীয় বিধায়ক নাকি ইতিমধ্যেই ২০ হরাজার পরিবারের হাতে খাদ্যশস্য তুলে দিয়েছেন। আরও ৩ হাজার অফিসের হেল্প লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধ সংগ্রহ করেছেন। অথচ আমরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ হওয়ায় সত্ত্বেও বিধায়কের দেওয়া খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হলাম। অটোচালকদের দাবি জরুরি পরিষেবাতে হলুদ ট্যাক্সির মতো অটোও ব্যবহার করা হোক। লকডাউনে পুরো বেকার বসে। ধার দেনায় সংসার ছেলেমেয়ে প্রাইভেট টিউশন ফিজ চলছে। একটি এনজিও থেকে কিছু চাল-ডাল পেয়েছিলাম। এইভাবে আমাদের আর কতোদিন চলবে।

দরিদ্রের পাশে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ এপ্রিল শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সামালি মনসাতলার বিবেক নিকেতনে দুকোটি লকডাউনে কাজ হারানো গ্রামের দরিদ্র পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আলু সহ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ানো মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, সহঃ কোষাধ্যক্ষ বাসবী চ্যাটার্জী, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সামু কুন্ডল, সমিতির কার্যকরি সমিতির সদস্য সঞ্জীব মুখার্জী, সুধীর নন্দী, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক ও সমিতির কর্মীবৃন্দ। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগের প্রশংসা স্থানীয় মানুষরা।

তামিলনাড়ু থেকে ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরল ডায়মন্ড হারবারের যুবক।

নিজস্ব প্রতিনিধি :মনের জোর আর অদম্য সাহসের উপরে ভরসা করে ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে সুদূর তামিলনাড়ু থেকে ডায়মন্ডহারবারের গ্রামের বাড়িতে ফিরল যুবক। বুধবার সকালে ডায়মন্ডহারবার-২ ব্লকের সিমলা গ্রামের বাড়িতে আতিবুল সাহ নামে বছর তেইশ বয়সী যুবক বাড়িতে ফেরায় দুশ্চিন্তা মুক্ত হল পরিবার।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই যুবক বছর পাঁচেক ধরে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও চেন্নাই সহ বিভিন্ন রাজ্যে কোন নতুন সরকারি বা বেসরকারি ভবনে এসি মেশিন বসানো জন্য ঠিকাদারদের অধীনে কাজে করছে। সেখানে গিয়ে মাস কয়েক করে থেকে আবার বাড়িই ফিরে আসে। এবারে লকডাউনের দিন পনের আগে আতিবুল তামিলনাড়ুতে কাজের জন্য গিয়েছিল। সেখানে কাজ শুরু হয় নি। এরমধ্যেই লকডাউন হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে। শেষে খাওয়ায় টাকাও শেষ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে দিন পনের আগে বাড়িতে ফোন করে টাকা চায়। গরীব পরিবার কোন মতে ধার দেনা করে ছেলের জন্য ৩ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু ওই যুবকের মাথায় এটাই ছিল তার যে ভাবেই হোক বাড়িই ফিরতে হবে। পরিবারের পাঠানো টাকা হাতে পাবার পরেই ওই টাকায় কেনা সাইকেলে করে বাড়িই পথে রওনা দেয়। এক সময় টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে যায় তার। খিদে নিবারনের রাস্তায় সাইকেল দাঁড় করিয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে খাবার চেয়ে পেট ভরায়। সারা দিন সাইকেল চালিয়ে রাতে কোন মন্দির বা ব্রিজের নিচে আশ্রয় নিত সে। রাস্তার পুলিশরাও খাবার কিনে দিয়ে বা টাকা দিয়ে সাহায্যে করেছে। এই ভাবে ১৩ দিন ধরে সাইকেল চালিয়ে বাড়িই ফিরতে পারল সে। তার বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা মা। তারা ছোট ছেলের কোন ভাবে ফোনে যোগাযোগ করতে না পারায় দুশ্চিন্তায় মধ্যে ছিলেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় খুশি তারা। ওই যুবক জানায়, আমি কলকাতায় ফিরব বলে পুলিশের কাছে রাস্তা জানতে চাইলে ওরা বলে দিত। আমার সব কিছু শুনে ওরা কেউ ৫০ টাকা কেউ বা ১০০ টাকা দিয়েছে। কদিন ফেরার সময় বৃষ্টির জন্য সমস্যা হচ্ছিল। প্রতিদিন সকালে সাইকেল চালাতে শুরু করতাম। খিদে পেলে তবেই কোথাও দাঁড়িয়ে দোকানে হাত পেতে খাবার চেয়ে খেতাম। এদিন সকালে গ্রামের বাড়ি ফিরতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে যুবকের বাড়ি ফেরার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় তৃণমূল যুব নেতা মাহাবুবার গায়েন। পরে তাকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে ১৪ দিন হোম কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে যুবকের পরিবারের হাতে অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন তৃণমূল নেতা মাহাবুবার গায়েন এমনকি যুবকের সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দেন তিনি।

লকডাউনে নিষিদ্ধ মাদক পাচারের চেষ্টা, হেরোইন সহ গ্রেফতার ৩

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : গোপন সুত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার অধিনস্থ ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির ওসি সমরেশ ঘোষের নেতৃত্ব বিশাল পুলিশ বাহিনী রাতে অন্ধকারে অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যসহ এক মাদক পাচারকারী দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।

ধৃতের নাম আহম্মদ লস্কর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ির হালদারপাড়া এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ঘুটিয়ারি শরীফের হালদার পাড়া এলাকার বাসিন্দা আহম্মদ লস্কর বেশ কয়েক মাস ধরেই গোপনে চোরাপথে হিরোইনের রমরমা কারবার করছিল।আর ঘুটিয়ারি শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ গোপনে পেয়ে যায় এই খবর। ফাঁড়ির ওসি সমরেশ ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় অভিযান চালিয়ে হিরোইন সহ হাতে নাতে ধরে

ফেলে নিষিদ্ধ মাদক পাচারকারী আহম্মদ লস্কর কে।ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ ৫০ গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করেছে।এই মাদক দ্রব্যের আনুমানিক বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা।পুলিশ ধৃত আহম্মদ লস্কর কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইরান লস্কর ও জাকির বৈদ্য নামে আরো দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে।এ দিকে ঘুটিয়ারি শরিফ এখন আন্তর্জাতিক হেরোইন ও গাঁজার বাজার হয়ে উঠছে এমনি চাঞ্চল্য তথ্য বিভিন্ন মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে।সুন্দরবনের নদীর জলে পথে এবং সড়ক ও রেল পথের মাধ্যমে চোরা পথে ঢুকে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক হেরোইন,গাঁজা কারবারিরা।ফলে ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে গোপনে চোরা পথে হেরোইন ও গাঁজা চলে যাচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। লকডাউন চলায় বিভিন্ন যানবাহন বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বত্বে ও নিষিদ্ধ মাদক কারবারীরা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল।পুলিশ জানান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে হিরোইন সহ তিন মাদক পাচারকারী কে গ্রেফতার করা হয়েছে।পাশাপাশি এই উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য কোথায় থেকে কোথা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল,আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃতদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ।এমনকি কোন আন্তর্জাতিক কারবারির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিনা সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ ১০ জেলা রেড জোনে

লকডাউন অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে এবার কি প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা ভাইরাসের দাপট দেখে রাজ্য সরকার এই রাজ্যকে তিনটি জোনে ভাগ করেছিল। সেখানে রেড জোনে ছিল কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর। অরেঞ্জ জোনে স্থান ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বেশ কিছু জেলার। প্রসঙ্গত আমরা আমাদের পত্রিকা এবং ইউ টিউব চ্যানেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা, চট্টা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার এলাকায় করোনার উত্তোরত্তর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে খবর করছিলাম। এমন কি লকডাউন থাকা সত্ত্বেও মহেশতলা, রবীন্দ্রনগর, বিষ্ণুপুর, নোদাখালী, ক্যানিং, বারুইপুর এলাকার বাজার, রেশন, ব্যাঙ্কে মানুষের ভিড় চোখে পড়ছিল। সোসাল দূরত্বও অনেক ক্ষেত্রে বজায় নেই। বাখরাহাট এলাকায় রাত ৯টা পর্যন্ত দোকান খোলা চেখে পড়ছে। রমজান মাস উপলক্ষে ফলের দোকানেও ভিড় হচ্ছে চোখে পড়ার মতো। পুলিশ প্রশাসনও লোক দেখানো তাড়া দিচ্ছে। যদিও পুলিশ সূত্রের খবর ওপর মহলের নির্দেশ না পেলে তারা 'কড়া' পদক্ষেপ আর নেবে না। সব মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে লকডাউনকে ঘিরে একটা প্রহসন তৈরি হয়েছে। অনেক সচেতন মানুষ আমাদের অভিযোগ করেছেন, একদল অসচেতন মানুষদের জন্য পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের উচিত সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া।

শুক্রবার আমরা জানতে পারি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক রাজ্যের ১০টি জেলাকে রেড জোনের অন্তর্ভূক্ত করেছে। এই দশটি জেলার মধ্যে পূর্বের চারটি জেলা তো থাকছেই তার সঙ্গে যোগ হল- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুলি, কালিম্পং, মালদহ। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রক এও বলেছেন প্রয়োজনে রাজ্য সরকার রেড জোন ও অরেঞ্জ বাড়াতে পারে। কিন্তু কোনও ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কমাতে পারবেন না। এখন দেখার রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কি মত দেয়। অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঘোষণায় খুশি। সেই সঙ্গে অনেকেরই প্রশ্ন রাজ্য সরকার কি এবার রেড জোনে লকডাউন অবমাননাকারীদের ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেবে?

শুক্রবার বিকালেই রাজ্য স্বাস্থ্যদফতরের মুখ্য সচিব বিবেককুমার কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে রেড জোন এলাকার ব্যাপারে বিবেচনা করতে বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও তাদের সিদ্ধান্ত জানায়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে ৪ মে থেকে সারা দেশ ব্যাপী দুসপ্তাহ ধরে লকডাউন জারি থাকবে। অর্থাৎ ১৭ মে পর্যন্ত লকডাউন থাকবে। যদিও রাজ্য সরকার আগামী ২১ মে পর্যন্ত লকডাউন থাকার কথা আগেই ঘোষণা করেছে। তবে শনিবার সকালে বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে চোখে পড়ল অটো স্ট্যান্ডে অটো দাঁড়িয়ে আছে। এবং ঠাকুরপুকুরে প্যাসেঞ্জারও নিয়ে যাচ্ছে। তবে বেলার দিকে সিভিক পুলিশ টহলদারী করলে অটোগুলি সরে যায়। বেশ কিছু থানা এলাকায় থানা থেকে যে অটো করে সচেতন করা হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা অরেঞ্জ জোন। কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমান কি তাহলে রাজ্য সরকার মানবে না? তবে শনিবার দুপুর ১১টা নাগাদ জেলা পুলিশের বিশাল কনভয় বিষ্ণুপুর-নোদাখালী, বজবজ, মহেশতলা, রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় নজরদারী চালায়। লকডাউন ভাঙায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়। পুলিশের এই ভূমিকায় মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করে।

খাদ্য সামগ্রী বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার রঞ্জি ক্রিকেটার ঈশান পোড়েল করোনার লকডাউনে চন্দননগর পুর নিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে রথের সড়ক সম্বালা শিবতলা জগদ্ধাত্রী মন্দির প্রাঙ্গণে নিজের পাড়ায় গরিবদের পাশে দাঁড়াল। অনূর্দ্ধ ১৯ বিশ্বকাপ জয়ী তারকা ঈশান তাদের হাতে চাল ডাল, আলু এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। প্রায় ৩৫০ জনকে দেওয়া হয়। এদিন তাঁর বন্ধুবান্ধবসহ বাবা ও মা রীতা পোড়েল উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছর তাঁদের বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পুজোর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ রয়েছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com